Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue:76
October-December 2023
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-11.15
Published: 2024-01.11
DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.260

Health Insurance Policy for University Students in Bangladesh: An Ethical Review

Md. Mohi Uddin*

Abstract

Several universities in Bangladesh have health insurance policies in place for students. All students who choose to avail health insurance must have to pay a certain amount of premium that covers them for a full year. Owing to its resemblance to conventional health insurance, certain things objectionable from the point of view of Shariah have been added to it such as interest, uncertainty (gharar) etc. The article, prepared in a hybrid technique combining qualitative and quantitative methodologies, reviewed the prohibitions of conventional insurance and presented its alternatives. It was based on a field survey of students of a particular university. The paper demonstrates that most of the university students are reluctant to avail health insurance that is prohibited by Sharia law and wish for an alternative to a system that really considers the welfare of students. The article makes it abundantly evident that, in the context of Bangladesh, Islamic Takaful based on the "Tabarru" model may serve as an alternative to conventional health insurance.

Keywords: Health Insurance, Interest, University, Takaful, Tabarru (Grant)

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা পলিসি একটি নৈতিক পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা পলিসি কার্যকর রয়েছে। স্বাস্থ্যবীমা বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রত্যেক বছর পরিশোধ করতে হয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একবছরের জন্য স্বাস্থ্যবীমার আওতায় চলে আসে। প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু বিষয় এতে যুক্ত হয়েছে যেমন- সুদ, অনিশ্চয়তা (গারার) ইত্যাদি। গুণাত্মক (Qualitative Method) ও সংখ্যাত্মক পদ্ধতির (Quantitative Method) সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতিতে (Mixed Method) রচিত প্রবন্ধে প্রচলিত বীমার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে এর বিকল্প উপস্থাপন করার পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর মাঠপর্যায়ে জরিপ করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর স্বাস্থ্যবীমার সাথে জড়িত হতে অনিচ্ছুক এবং তারা এর বিকল্প হিসেবে এমন একটি ব্যবস্থার আশা করে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের কল্যাণ রয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমার বিকল্প হতে পারে 'তাবাররু' মডেলভিত্তিক ইসলামী তাকাফুল।

মূলশব্দ: স্বাস্থ্যবীমা, সুদ, বিশ্ববিদ্যালয়, তাকাফুল, তাবাররু।

* Md. Mohi Uddin is a Student, BA (Hons), Department of Arabic, University of Dhaka, Bangladesh. e-mail: mohiuddin.du.arabic@gmail.com

ভূমিকা

স্বাস্থ্যবীমা একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। অনেক সময় দেখা যায়, চিকিৎসা ব্যয় এতো বেশি হয়ে যায় যে সেটা বহন করা শিক্ষার্থীর জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যবীমার প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কে কিছুটা হলেও চিন্তামুক্ত থাকে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মূলত শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্যই স্বাস্থ্যবীমা পলিসি প্রবর্তন করেছেন। স্বাস্থ্যবীমা পলিসি প্রবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সদুদ্দেশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সকল শিক্ষার্থীরা এই পলিসি থেকে উপকৃত হচ্ছে না। বর্তমান স্বাস্থ্যবীমা পলিসির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবীমা পলিসিতে দেখা যায়, প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম দিয়ে স্বাস্থ্যবীমা পলিসিতে অংশগ্রহণ করে। বীমা বছরে অসুস্থ হলে সে বীমা দাবি করে, অন্যথায় তার প্রিমিয়ামের মালিক হয়ে যায় বীমা কোম্পানি। বীমা প্রিমিয়ামের কোনো অংশই শিক্ষার্থীরা ফেরত পায় না। এর মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আর নৈতিকতার দিকটি লক্ষ করলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী সুদী লেনদেনসহ শরীয়তে নিষিদ্ধ বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের সাথে জড়িত হতে বাধ্য হচ্ছে। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ, থিসিস রচনা করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবীমা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা বা আলোচনা-সমালোচনা তেমন চোখে পড়ে না। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পর্যালোচনা পূর্বক এর ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থা (তাকাফুল) সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমার বিভিন্ন শরয়ী সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হবেন এবং তাকাফুল তথা ইসলামী বীমার 'তাবাররু' মডেল ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারবেন।

বীমা পরিচিতি

বীমা হলো দুই পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যা দ্বারা এক পক্ষ (Insurer তথা বীমা সংস্থা) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে (মৃত্যু, দুর্ঘটনা, সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া) নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অন্য পক্ষকে (Insured তথা বীমাগ্রাহক) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে (Islam 2014, 136)। অর্থাৎ কারো ব্যক্তিজীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলার প্রক্রিয়াই হলো বীমা ব্যবস্থা।

আরবিতে বীমাকে বলা হয় التأمين (Misbah 1990, 1019)। التأمين এর পরিচয়ে বলা হয়,

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد

বীমা একটি বিশেষ চুক্তি, যার অধীনে নিরাপত্তাদাতার জন্য অনিবার্য হয়ে যায়, যে বীমা পলিসি খুলেছে বা যার স্বার্থে খোলা হয়েছে তাকে নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে বা আর্থিক কোন মুনাফার বিনিময়ে দুর্ঘটনা ঘটলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে (Al Sālūs 2005, 365)।

সারকথা, বীমা একটি লিখিত চুক্তি। যেখানে বীমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার জীবন বা সম্পদের উপর সম্ভাব্য ঝুঁকি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করে। অন্যদিকে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বীমাকৃত জীবন বা সম্পত্তিতে কোনো ক্ষতি হলে চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চিয়তা প্রদান করে।

তাকাফুল পরিচিতি

তাকাফুল (تكافل) শব্দটি আরবী। যার বাংলা অর্থ: পারস্পরিক দায়িত্ব, যৌথ দায়িত্ব, যৌথ দায়ভার ইত্যাদি (Rahman 2015, 311)। ইংরেজিতে একে 'Joint Liability or Responsibility, Solidarity' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয় (Al Ba'albakī 1995, 358)। পরিভাষায় যে পথ বা পদ্ধতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে সর্বোপরি ইসলামের আলোকে ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয়, তাকেই তাকাফুল বলা হয়।

মুসলিম ফকীহগণ ইসলামী শরীয়াহর বিধান ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। আর তার নাম দিয়েছেন 'তাকাফুল' (Islam 2014, 140-141)।

আলোচ্য প্রবন্ধে 'তাকাফুল' ও 'ইসলামী বীমা' শব্দদ্বয়কে একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাকাফুল মূলত পরস্পরের সহযোগিতা করা ও দানের ভিত্তিতে গঠিত হয়। প্রত্যেক অংশীদার তাদের ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সম্ভাব্য রিস্ক বণ্টন করে নেয়। সদস্যদের কারো কখনো বিপদ হলে সেটা পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত নীতিমালার অধীনে সেই ক্ষতি পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমার শুরু

করোনা মহামারী সময়কালে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। অসুস্থতার দরুন চিকিৎসা ব্যয় বহন করা অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। চিকিৎসা ব্যয় বহনে তাদেরকে সমাজের কাছে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়াতে হয়েছিল। এই বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নজর কাড়ে। সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় লাঘব করার জন্য ১৩ অক্টোবর ২০২২ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের সকল বর্তমান শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় নিয়ে আসে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবীমা প্রিমিয়াম ৩৩০ টাকা জমা দিতে হয়। এই প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এক বছরের জন্য স্বাস্থ্যবীমার আওতায় চলে আসে। অর্থাৎ এই একবছরে কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে শিক্ষার্থীরা তালিকাভুক্ত বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে। বীমা কোম্পানি তাদের শর্তাবলি সাপেক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহন করবে। আর যদি অসুস্থ না হয়; তাহলে শিক্ষার্থী বীমাবছরে কিছুই পাবে না। প্রদেয় প্রিমিয়ামের মালিক হয়ে যাবে কোম্পানি। নতুন শিক্ষাবর্ষে পুনরায় ৩৩০ টাকা প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পুনরায় স্বাস্থ্যবীমার আওতাভুক্ত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পলিসি চালু করে। আমরা দেখতে পাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট এবং বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পলিসি চালু করেছে।

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় অন্তর্ভুক্ত সুবিধাসমূহ

বাংলাদেশের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পলিসি চালু হয়েছে, প্রত্যেকের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সুবিধাসমূহ প্রায় একই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিয়মিত শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যবীমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫০ টাকা। ৩৫০ টাকা প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবীমায় অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত শিক্ষার্থীগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সুবিধা পাবে:

১. হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রতি বার্ষিক সুবিধাঃ সর্বোচ্চ= ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা।

২. হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে দৈনিক সুযোগ-সুবিধা: হাসপাতালে থাকাকালীন কেবিন/ওয়ার্ড ভাড়া, হাসপাতাল সেবা, অস্ত্রোপাচারজনিত ব্যয়, পরামর্শ ফি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিল, ঔষধসহঃ সর্বোচ্চ =১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা (এই ব্যয় ক্রমিক ১ নং এর অন্তর্ভুক্ত)।

৩. বহির্বিভাগ চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রতি বার্ষিক সুযোগ-সুবিধা: বহির্বিভাগে চিকিৎসক কর্তৃক নির্দেশিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যয়, চিকিৎসকের পরামর্শ ফি এবং প্রেসক্রিপশনে উল্লেখিত ঔষধ খরচ বাবদঃ বাৎসরিক সর্বোচ্চ =১০,০০০/- (দশ

হাজার) টাকা, ডাক্তারের পরামর্শ ফি বাবদ বার্ষিক=৩,২০০/- (তিন হাজার দুইশত) টাকা (বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের জন্য প্রতি ব্যবস্থাপত্রে সর্বোচ্চ ৮০০/- টাকা), ঔষধ বাবদ বার্ষিক=৩,৪০০/- (তিন হাজার চারশত) টাকা (চিকিৎসক কর্তৃক নির্দেশিত ঔষধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমবারে একমাসের বিল দেওয়া হবে, পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক), পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাবদ বার্ষিক=৩,৪০০/- (তিনহাজার চারশত) টাকা (এই সকল ব্যয় ক্রমিক ১ নং ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমার শরয়ী দৃষ্টিকোণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমাকে যদি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এই স্বাস্থ্যবীমাতে প্রচলিত বীমার মতোই শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ কিছু বিষয় রয়েছে, যেমন: সুদ, জুয়া, অনিশ্চয়তা (غرر) বা প্রতারণা। যে কোনো লেনদেনে এর কোনো একটি পাওয়া গেলে উক্ত লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় উক্ত নিষিদ্ধবস্তুসমূহ কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ক. স্বাস্থ্যবীমা ও সুদ

সমজাতীয় জিনিস দিয়ে লেনদেন করার সময় অতিরিক্ত নিলেই তা সুদ বলে পরিগণিত হয়। ইবনু আবেদীন রহ. বলেন,

فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال

'সম্পদ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াকে সুদ বলে' (Ibn 'Ābidīn 1966, 4/184)।

যেমন: টাকা দিয়ে টাকার লেনদেন, চাল দিয়ে চাল, আটা দিয়ে আটার লেনদেনে অতিরিক্ত নেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় যেহেতু টাকা দিয়ে টাকার লেনদেনে বেশি নেওয়া হচ্ছে (যখন বীমা দাবি করা হয় তখনতো মূলত প্রিমিয়ামের চেয়ে অতিরিক্ত নেওয়া হয়) তাই এটা সুদ। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যখন অসুস্থ হয় তখন তারা শুধু প্রিমিয়ামটাই দাবি করে না বরং এর অতিরিক্ত টাকা দাবি করছে। চিকিৎসা বাবদ যতো টাকা খরচ হয়েছে তাই দাবি করছে। পরবর্তীতে বীমা কোম্পানি তাদের পলিসি অনুযায়ী খরচ হিসেব করে তাদের দাবী শোধ করছে। এখানে যেটা হচ্ছে তা হলো, একজন শিক্ষার্থী ৩৫০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করে অতিরিক্ত গ্রহণ করছেন যেটা স্পষ্ট সুদ। অন্যভাবে বলতে গেলে এটা একটা বিনিময়মূলক চুক্তি। আর বিনিময়মূলক চুক্তিতে অতিরিক্ত নেওয়াটা সুদ। এখানে দুইভাবে সুদ বিদ্যমান:

এক. প্রত্যক্ষভাবে: যে টাকাটা প্রিমিয়াম হিসেবে দেওয়া হচ্ছে, অসুস্থ হলে তার চেয়ে কম বা বেশি দেওয়া হয়। এখানে টাকা দিয়ে টাকার লেনদেনে কমবেশি করা হচ্ছে, যা মূলত সুদ।

দুই. পরোক্ষভাবে: বীমা কোম্পানি শিক্ষার্থীদের থেকে প্রিমিয়াম নিয়ে নিজেদের কাছে জমা করে রাখে না বরং তারা এই টাকাটা অন্য কোনো সুদী প্রতিষ্ঠানে

বিনিয়োগ করে যে সুদ লাভ করছে, তা থেকেই শিক্ষার্থীদের বীমা দাবী প্রদান করছে। এটা পরোক্ষভাবে সুদ।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক জায়গায় সুদের নিষিদ্ধতা ও এর ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾

যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দিয়ে পাগল করে। এটা এজন্যে যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন (Al Qur'ān, 2:275)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও (Al Qur'ān, 2:278)।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি রা. বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

রাসুলুল্লাহ ﷺ সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লানত করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, এরা সকলেই সমান পাপী (Muslim ND, 1598)।

খ. স্বাস্থ্যবীমা ও জুয়া

স্বাস্থ্যবীমায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম দিয়ে বীমাতে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ বীমা পলিসি ক্রয় করে। সে যদি ভবিষ্যতে অসুস্থ হয়; তাহলে বীমা দাবী করতে পারবে আর অসুস্থ না হলে বীমা দাবী করতে পারবে না। অর্থাৎ হয় বছর শেষে বীমা কোম্পানি সম্পূর্ণ টাকা পেয়ে যাবে আর না হয় বীমাকারী তথা শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে তার প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত পাবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা ৩৫০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে যে বীমা পলিসি ক্রয় করছে, হয় সেটা তাদের প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত নিয়ে আসবে আর না হয় পুরো টাকাটাই চলে যাবে। সে কিছুই পাবে না। এটা এক ধরনের জুয়া। জুয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়,

كل مراهنة يكون كل داخل فيها على خطر ان يغنم أو يغرم

এমন সকল বাজি যাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি এমন ঝুঁকিতে থাকে যে, হয় সে লাভবান হবে কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ (Al Mulḥim 2008, 75)।

জুয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে:

১. দুইপক্ষের কেউ আবশ্যকীয়ভাবে মাল ব্যয় করবে না। বরং প্রত্যেক পক্ষের মাল দেওয়াটা একটি অনিশ্চিত ঝুঁকির উপর ঝুলন্ত থাকবে।

২. এক পক্ষ থেকে মাল দেওয়া নিশ্চিত। আর অপর পক্ষ থেকে দেওয়াটা এমন একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল থাকবে যা সংঘটিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ সংঘটিত হলে পাবে, না হয় পাবে না।
৩. চুক্তির সময় উভয় পক্ষ টাকা দিবে এবং পরবর্তীতে যে বিজয়ী হবে সে সব টাকা নিয়ে নেওয়ার শর্ত থাকবে।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতির দ্বিতীয় পদ্ধতি বীমাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য বীমায় পাওয়া যায়। কেননা সেখানে বীমা পলিসি গ্রহীতার তথা শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে কিস্তি দেওয়াটা নিশ্চিত; কিন্তু বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা নিশ্চিত নয়। বরং তা দুর্ঘটনার উপর নির্ভরশীল। দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাবে, অন্যথায় পাবে না। ইসলামে সকল প্রকার জুয়াই হারাম। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে জুয়ার নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমাবেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (Al Qur'ān, 5:90)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إنَّ اللهَ حَرَّمَ على أُمَّتي الخمرَ و المَيْسِرَ و المَزْرَ و الكُوبَةَ

নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, গম ও যব থেকে তৈরি নেশা উদ্রেককারী পানীয় ও নেশাকর উদ্ভিদ হারাম করেছেন (Ibn Ḥanbal 1995, 6564)।

গ. স্বাস্থ্যবীমা ও গারার

গারার (غرر) এক ধরনের অনিশ্চয়তা বা প্রতারণা, যা ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে। পরিভাষায় বলা হয়,

গারার হলো এমন বিশেষ অবস্থা যা লেনদেনের কিছু মৌলিক উপাদানকে গোপন করার মাধ্যমে এর ফলাফলকে অস্পষ্ট করে ফেলে। অন্যকথায়, তার প্রভাব অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে (Shari'ah Standards 2023, 798)।

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় অনিশ্চিয়তার বিষয়টি এভাবে ঘটে যে, শিক্ষার্থীরা যে ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবিলা করতে বীমা পলিসি ক্রয় করছে, এটা পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনার উপর। সংঘটিত হলে পাবে আর না হয় কিছুই পাবেন না। দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ বীমা পলিসি ক্রয়ের প্রথম থেকেই এখানে অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। এ ধরনের অনিশ্চয়তাপূর্ণ লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও গারারযুক্ত (ধোঁকাপূর্ণ) ক্রয়-বিক্রয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বারণ করেছেন (Muslim ND, 1513)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রচলিত শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদ, জুয়া ও গারার বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমার বিকল্প ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমার বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা শুধু শরয়ী সমস্যার কারণেই বলা হচ্ছে না বরং বাস্তবিকভাবেই শিক্ষার্থীরা এই ব্যবস্থা থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হতে পারছে না। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়েই সুদের মতো নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। প্রচলিত এই স্বাস্থ্যবীমার বিকল্প হিসেবে এমন একটা মডিউল রূপায়ন করা দরকার যেখানে অসুস্থ শিক্ষার্থীরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। যাদের বীমা-বছরে বীমা দাবি করা লাগবে না তারাও কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। বীমা-বছর শেষে তারা তাদের প্রিমিয়ামের একটা নির্দিষ্ট অংশ ফেরত পাবে। এর মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।

প্রচলিত এই সাধারণ বীমাব্যবস্থা হলো একটি বিনিময়মূলক চুক্তি। যেখানে পলিসি হোল্ডার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে পলিসি ক্রয় করে। আর কোম্পানি নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে পলিসি বিক্রয় করে থাকে। এর ফলে তাতে সুদ, জুয়া ও গারারের মত নিষিদ্ধ বিষয়গুলো যুক্ত হয়ে যায়। প্রচলিত বীমাকে ইসলামী রূপরেখায় দাঁড় করাতে গেলে প্রথমে এটাকে বিনিময়মূলক চুক্তি থেকে বের করে আনতে হবে। এমন ভিত্তির উপরে দাঁড় করাতে হবে, যা পরস্পর সহযোগিতা (التعاون) ও স্বেচ্ছাদান (التبرع) এর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এটা হবে মূলত অনুদানমূলক চুক্তি। ফলে এতে সুদ, জুয়া ও গারারের অস্তিত্ব থাকবে না। পরস্পর সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় দানের কারণে সওয়াবও অর্জিত হবে। এটা দুই পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে পারে। যথা:

১. তাবাররু (التبرع) বা অনুদানমূলক মডেল
২. ওয়াকফ মডেল।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ওয়াকফ মডেলের তেমন প্রচলন না থাকায় প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমার বিকল্প হিসেবে আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী বীমার 'তাবাররু' মডেলকে উপস্থাপন করা হলো।

তাবাররু (التبرع) মডেল কাঠামো

ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে তাবাররু (التبرع) বা অনুদানমূলক মডেল কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আওফির ২৬ নং শরীআহ স্ট্যান্ডার্ডের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে,

নিজেদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীদের অনুদান প্রদানের বাধ্যবাধকতার ওপর ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই উদ্দেশ্যে তারা অনুদান প্রদান করে যার মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স তহবিল গঠিত হয়। এটি ইন্স্যুরেন্সহোল্ডারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একটি কমিটি অথবা এমন কোনো জয়েন্ট

স্টক কোম্পানি পরিচালনা করে যাকে (রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে) ইন্স্যুরেন্সসেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এজেন্সি চুক্তির মাধ্যমে ফি'র বিনিময়ে কোম্পানি এই সেবা প্রদান করে। ইন্স্যুরেন্সহোল্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনাকারী কমিটি অথবা কোম্পানি মুদারাবা কিংবা বিনিয়োগ এজেন্সির ভিত্তিতে ইন্স্যুরেন্সের সম্পদ বিনিয়োগ করে (Shari'ah Standards 2023, 701)।

তাবাররু মডেলের আলোকে স্বাস্থ্যবীমা পলিসি

ইসলামী বীমা বা তাকাফুল সাধারণ দুই প্রকার। ১. সাধারণ তাকাফুল ২. ফ্যামিলি তাকাফুল। আন্তর্জাতিকভাবে স্বাস্থ্যবীমা সাধারণ তাকাফুলের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবীমাকে ফ্যামিলি তাকাফুলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফ্যামিলি তাকাফুলে বীমা কোম্পানি প্রিমিয়ামকে দুইভাগে বিভক্ত করবেন। যথা:

১. পারটিসিপেন্টস একাউন্ট (পিএ)
২. পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট (পিএসএ)

নিম্নে এগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো:

এক. পারটিসিপেন্টস একাউন্ট (পিএ)

পারটিসিপেন্টস একাউন্টকে বলা হয় মুদারাবা ফান্ড একাউন্ট। এই ফান্ডের অংশটা বীমা কোম্পানি মুদারাবা মডিউলের ভিত্তিতে ইনভেস্ট করে থাকে। পরবর্তীতে লাভ-লস বীমাগ্রহীতা ও বীমা কোম্পানির মাঝে পূর্ব নির্ধারিত হারে বণ্টন করা হয়। এই ফান্ডের মালিক মূলত বীমাগ্রহীতা। বীমার মেয়াদ শেষে তারা এই ফান্ডের পুরো অংশ লভ্যাংশ সহ ফেরত পায়। আর যদি এই ফান্ড ইনভেস্ট করার পর কোনো কারণে কোম্পানির লস হয়, আর সেখানে যদি কোম্পানির কোন দোষত্রুটি না থাকে তাহলে বীমাগ্রহীতাই লস বহন করে। অপরদিকে যদি কোম্পানির কোন ত্রুটি প্রমাণিত হয়; তাহলে কোম্পানি লস বহন করে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় পারটিসিপেন্টস একাউন্টকে যদি আমরা উপস্থাপন করতে চাই তাহলে এর মডেলটা দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম দিয়ে বীমা পলিসিতে অংশগ্রহণ করবে।
- বীমা কোম্পানি তাদের পলিসি অনুযায়ী প্রিমিয়ামের একটা নির্দিষ্ট অংশ পারটিসিপেন্টস একাউন্টে স্থানান্তর করবে।
- পারটিসিপেন্টস একাউন্ট এর টাকা বীমা কোম্পানি মুদারাবা মডিউলের ভিত্তিতে ইনভেস্ট করবে। বীমা কোম্পানি ও পারটিসিপেন্টস একাউন্টের মাঝে মুদারাবা একাউন্টের মুনাফা হার বীমা-বছরের শুরুতেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। এই মুদারাবা ফান্ডের লাভের অংশটাই মূলত বীমা কোম্পানির পারিশ্রমিক। চাইলে বীমা কোম্পানি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সম্মতিতে মুনাফা হার বণ্টনের সময় পরিবর্তন হতে পারে।

- মুদারাবা একাউন্টের লস কোনোভাবেই বীমা কোম্পানি বহন করবে না। এর দায়ভার সম্পূর্ণ বীমা গ্রহীতাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের। আর যদি মুদারাবা একাউন্টের লসের ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানির কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়; তাহলে দায়ভার বীমা কোম্পানিকেই বহন করতে হবে।
- বীমা-বছর শেষে শিক্ষার্থীরা সে বীমা দাবি করুক বা না করুক, এই একাউন্টের টাকাটা তারা লাভসহ ফেরত পাবে। আর যদি এই একাউন্টে লাভ না হয়; তাহলে মূল টাকাটাই ফেরত পাবে। লস হলে লস বহন করবে, যদি কোম্পানির ত্রুটি না থাকে। আর বীমা কোম্পানির ত্রুটি প্রমাণিত হলে কোম্পানিকে তার লস বহন করতে হবে।
- উল্লেখ্য যে, বীমা কোম্পানি ও পারটিসিপেন্টস একাউন্টের হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে। দুই একাউন্টকে একসাথে করা যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কর্তৃক বীমাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হলো ৪০০ টাকা। বীমা কোম্পানির পলিসি রেইট অনুযায়ী প্রিমিয়ামের ৬০ পার্সেন্ট তথা ২৪০ টাকা পারটিসিপেন্টস একাউন্টে স্থানান্তর করা হলো। বীমা কোম্পানি এই অংশকে মুদারাবা মডিউলের ভিত্তিতে ইনভেস্ট করবে। বীমা কোম্পানি ও পারটিসিপেন্টসদের মাঝে মুনাফা রেইট নির্ধারণ করা হলো ৬০:৪০ অনুপাতে। বছর শেষে দেখা গেলো এই অংশে বীমা কোম্পানি লাভ করেছে ১০০ টাকা। তখন এটা উভয়ের মাঝে ৬০:৪০ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বীমা কোম্পানির একাউন্টে যাবে ৬০ শতাংশ হিসেবে ৬০ টাকা আর পারটিসিপেন্টস একাউন্টে যাবে ৪০ শতাংশ হিসেবে ৪০ টাকা। তাহলে বীমা-বছর শেষে শিক্ষার্থী পারটিসিপেন্টস একাউন্ট থেকে ফেরত পাবে ২৪০+৪০=২৮০ টাকা আর বীমা কোম্পানি পাবে ৬০ টাকা।

দুই. পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট (পিএসএ)

পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্টকে বলা হয় 'ইলতিযাম বিত তাবাররু' الالتزام بالتبرع বা স্বেচ্ছায় দান করা তহবিল। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা ফান্ড। এই ফান্ডের কাজ হলো বীমা গ্রহীতাদের কেউ অসুস্থ হলে এই ফান্ড থেকে সহযোগিতা করা। এই ফান্ডের টাকাটা বীমা কোম্পানি বিভিন্ন ব্যবসায় ইনভেস্ট করে ফান্ডটাকে বৃদ্ধি করবে। কোম্পানি এই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত কোনো লভ্যাংশ অথবা মূল ফান্ড থেকেও কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। সম্পূর্ণ লভ্যাংশ এই ফান্ডে যুক্ত হবে। যখন বীমাবর্ষ শেষ হয়ে যাবে তখন যদি এই ফান্ডে টাকা থেকে যায়, তাহলে এই ফান্ডের টাকাটা কয়েকটা পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যাবে:

১. পরবর্তী বছরের জন্য রিজার্ভ রাখা
২. পাবলিক কল্যাণমূলক কোন কাজে দান করা ও
৩. আংশিক/সম্পূর্ণভাবে পারটিসিপেন্টসদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া ।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্টকে যদি আমরা উপস্থাপন করতে চাই তাহলে এর মডেলটা হবে নিম্নরূপ:

- শিক্ষার্থীদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের একটা অংশ বীমা কোম্পানি পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্টে স্থানান্তর করবে।
- এই একাউন্টের টাকাটা বীমা কোম্পানি মুদারাবা মডিউলের ভিত্তিতে ইনভেস্ট করে বৃদ্ধি করবে।
- এই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বীমা কোম্পানি গ্রহণ করবে না। এমনকি মূল ফান্ড থেকেও বীমা কোম্পানি কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।
- বীমাবর্ষ শেষে এই ফান্ডের অংশটা কয়েকভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। ১. পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য রিজার্ভ রাখা ২. শিক্ষার্থীদের মাঝে আংশিক বা সম্পূর্ণই বণ্টন করে দেওয়া ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ, যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বীমাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমায় প্রদেয় ৪০০ টাকা প্রিমিয়ামের ৪০ পার্সেন্ট তথা ১৬০ টাকা পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্টের জন্য বরাদ্দ করল। বীমা কোম্পানি এই অংশের টাকাটা মুদারাবা ভিত্তিতে ইনভেস্ট করল। বছর শেষে দেখা গেলো ১৬০ টাকায় বীমা কোম্পানি ৫০ টাকা লাভ করেছে। তাহলে বছর শেষে এই একাউন্টে যুক্ত হবে ১৬০+৫০=২১০ টাকা। এই টাকা থেকে বীমা দাবি, বীমা সম্পর্কিত সকল ব্যয় শেষে যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিম্নে উল্লেখিত সারপ্লাস বণ্টনের পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

সারপ্লাস এর বিধান

আর্থিক বর্ষ শেষে পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট থেকে বীমা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, ক্ষতিপূরণের পর যা অবশিষ্ট থেকে যায় তা হলো বীমা পলিসির উদ্বৃত্ত অংশ বা সারপ্লাস। এখন এই উদ্বৃত্ত অংশের মালিক মূলত বীমাগ্রহীতারা। বীমা কোম্পানি বা শেয়ার হোল্ডাররা কোনোভাবেই এর অংশ নিতে পারবে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা হলো সকল সাধারণ শিক্ষার্থী। অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের বীমা পরিশোধের পর কোম্পানির কাছে যা অতিরিক্ত থেকে যাবে তাই বীমা পলিসির সারপ্লাস। শিক্ষার্থীদের মাঝে সারপ্লাস বা উদ্বৃত্ত অংশ নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা যেতে পারে:

১. শিক্ষার্থী অর্থবছরে বীমা দাবি করুক বা না করুক, প্রত্যেকেই তার প্রিমিয়ামের হার অনুযায়ী পাবে।
২. পুরো অর্থবছরে যে শিক্ষার্থী বীমা দাবি করেনি শুধু তাদের মাঝেই উদ্বৃত্ত অংশ বণ্টন করা হবে।
৩. যেসকল শিক্ষার্থী বীমা দাবি করেছে তাদেরকে প্রিমিয়ামের হারের চেয়ে কম পরিমাণে উদ্বৃত্ত অংশ প্রদান করা হবে।

৪. অথবা বীমা কোম্পানির শরীয়া সুপারভাইজরি কাউন্সিল থেকে অনুমোদিত যে কোনো পদ্ধতিতেই হতে পারে।

প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা ও তাকাফুলের পর্যালোচনা

প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা ও তাকাফুলের মাঝে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার্থীদের জন্য তাকাফুল ব্যবস্থাই অধিক উপকারী। একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা ভালোভাবে বোঝা যাক।

ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমার জন্য ৩৫০ টাকা প্রিমিয়াম দিলেন। এই ৩৫০ টাকা প্রিমিয়ামের মাধ্যমে তিনি তার ভবিষ্যত ঝুঁকি বীমা কোম্পানির কাছে ট্রান্সফার করে দিলেন। বীমাকারী শিক্ষার্থীর কখনো কোনো ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি তার দায়ভার বহন করবে। আর কোনো ধরনের ক্ষতি না হলে বীমা কোম্পানি তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যাবে। তিনি এটা ফেরত পাবেন না। এটাকে এক ধরনের 'ঝুঁকি কেনাবেচা'ও বলা যায়। এখানে বীমাকারী ঝুঁকি বিক্রেতা আর কোম্পানি ক্রেতা।

অপরদিকে ইসলামী স্বাস্থ্যবীমা বা তাকাফুলের দিকে লক্ষ করা যাক। তাকাফুলে একজন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৩৫০ টাকা। এই ৩৫০ টাকা প্রিমিয়ামের মালিক কিন্তু তাকাফুল কোম্পানি হয়ে যাচ্ছে না। এখানে তার টাকাটা দুইটা ফান্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। ধরা যাক, প্রথমে এই ৩৫০ টাকার ২৫০ টাকা যাবে মুদারাবা ফান্ডে। এই ২৫০ টাকা বীমা কোম্পানি বিভিন্ন ব্যবসায় খাটিয়ে এটা বৃদ্ধি করবেন। বীমার মেয়াদ শেষে এই টাকাটা (লাভ হওয়ার শর্তসাপেক্ষে) লাভ সহ তিনি ফেরত পাবেন। আর লাভ না হলেও অন্ততপক্ষে মুদারাবা ফান্ডের ২৫০ টাকা তিনি ফেরত পাচ্ছেন।

আরেকটা অংশ ১০০ টাকা যাবে তাকাফুল ফান্ডে। এই ফান্ড থেকেই মূলত কেউ অসুস্থ হলে তাকে সহযোগিতা করা হবে। বীমা বছরের শুরুতে আপনি এই ১০০ টাকা আপনার ভাইয়ের সহযোগিতার জন্য দান করা নিজের উপর আবশ্যক করে নিবেন। তাকাফুল কোম্পানি এই ফান্ডের টাকাটা বিভিন্ন ব্যবসায় খাটিয়ে ফান্ড বৃদ্ধি করবে। তবে কোম্পানি এই ফান্ড থেকে তার খরচ নিতে পারবে। কোনো ধরনের লভ্যাংশ নিতে পারবে না। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উপকারের জন্য তাকাফুল ব্যবস্থাই হতে পারে প্রকৃত কল্যাণমূলক ব্যবস্থা।

প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা করতে বাধ্য হলে করণীয়

সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে কর্মকর্তাদেরকে প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা করতে বাধ্য করা হয়। তারা করতে না চাইলেও বছর শেষে তাদের বেতনের একটা অংশ স্বাস্থ্যবীমা বাবদ কেটে রাখা হয়। যেমনটা আমরা বাংলাদেশের শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবীমা করতে না চাইলেও তাদেরকে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। প্রিমিয়াম

পরিশোধ না করলে ভর্তি কার্যক্রম পরিপূর্ণ হয় না। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা সুদী স্বাস্থ্যবীমা করতে বাধ্য হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কী হতে পারে– এ ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য ও ফিকহী নীতির আলোকে ফকীহদের মতামত আলোচনা করা দরকার।

নিতান্তই অপারগ অবস্থায় হারাম খাদ্য গ্রহণ করার বৈধতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে মানুষেরা যা খায় সেগুলোর কিছুই আমি হারাম পাই না শুধুমাত্র মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ছাড়া। কেননা তা অপবিত্র অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহকৃত ফাসিকী বিষয়। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (Al Qur'ān, 6:145)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরূপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় (Al Qur'ān, 2:173)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত খাওয়াকে হারাম করেছেন। তবে কোনো ব্যক্তি যদি একান্ত বাধ্য হয়, ক্ষুধা নিবারণের অন্য কিছু না পায় তাহলে তার জন্য এগুলো খাওয়া বৈধ। এতে তার পাপ নেই। তবে সে ততটুকুই খেতে পারবে যতটুকু তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত খেতে পারবে না। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে হারাম কাজে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ 'ফিকহী উসূল' তথা ফিকহী মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

হারাম কাজে বাধ্য হওয়া সম্পর্কে ফিকহী নীতি

ইসলাম সহজতার ধর্ম। সকল জাতির কল্যাণের জন্য রহমত হিসেবে ইসলামকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামে বান্দাদের সাধ্যাতীত কোনো বিধান প্রণীত হয়নি। বান্দা যদি অপারগ হয়ে যায়, বাঁচার কোন পথ খুঁজে না পায়– এমতাবস্থায় হারাম কাজে জড়িত হয়েও জীবন রক্ষা করাকে ইসলাম সমর্থন করেছে। এ ব্যাপারে ফিকহী নীতি হলো,

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامةً كانت أو خاصةً

প্রয়োজন- হোক তা সাধারণ বা বিশেষ- জরুরী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে (Al Būrnū 1998, 242)।

অধিকন্তু কোনও ব্যক্তি যদি প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করে তাকে "الإكراه الملجئ"[১] বলে। একজন শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্য বীমার নির্ধারিত ফি পরিশোধ না করার ক্ষমতা বা এর বিকল্প কোনো কিছু নেই। তাই শিক্ষার্থী বাধ্যবাধকতার শিকার।[২] ফলে শরয়ী দৃষ্টিতে বাধ্যবাধকতার অবস্থা বিবেচনা করে বীমায় অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে।

তবে এমন প্রয়োজনীয় অবস্থায়ও বীমা গ্রহণকারীর উচিত, বীমা কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া অর্থের অবশিষ্টাংশ সদকা করে দেওয়া। ডাক্তারি পরীক্ষা ও হাসপাতাল ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের পরিশোধিত অর্থের অধিক বীমা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কারণ তা সুদের টাকা বলে পরিগণিত। ফিকহী মূলনীতি হলো:

لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية

নিয়তের অনুপাতে সওয়াব ও সাজা নির্ধারণ করা হয় (Ibn Nujaim 1999, 17)।

যদি বীমা কোম্পানির 'স্বেচ্ছা দানকৃত' কোনো তহবিল থাকে এবং সেখান থেকে প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত প্রদান করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে হবে না। প্রাপ্য তথ্য মতে, বিশ্ববিদ্যালয় বা বীমা কোম্পানির তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছায় দানকৃত তহবিল গঠিত হয়নি এবং এ তহবিল থেকে বীমা দাবির টাকাও পরিশোধ করা হয় না।

উপরিউক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ ও ফিকহী নীতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিসি অনুসারে ভর্তি ফি নবায়নের সময় আবশ্যিকভাবে স্বাস্থ্যবীমার ধার্য প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়, তাই একজন শিক্ষার্থীর জন্য এটা জরুরী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সুদী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়লেও আশা করা যায় শরয়ী দৃষ্টিতে তিনি পাপী হিসাবে গণ্য হবেন না। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সর্বদা দুআ করতে হবে আল্লাহ যেন মাফ করে দেন, নিজেদের জায়গা থেকে সতর্কতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যবীমা থেকে কতটুকু বীমা দাবি শরীয়ত সমর্থিত

এক্ষণে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে তা হলো:– প্রচলিত বীমা যেহেতু অবৈধ আর শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত বীমা করতে বাধ্য হন, তাহলে সেক্ষেত্রে কতটুকু বীমা দাবি তিনি করতে পারবেন? বীমা কোম্পানির কত টাকা উত্তোলন শরীয়ত সমর্থন করে?

এর উত্তর হচ্ছে, যেহেতু প্রচলিত বীমা অবৈধ, কারণ এখানে সুদ, জুয়া ও গারার বিদ্যমান, তাই প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত নেওয়াটা হালাল হবে না। প্রচলিত বীমার সকল

১. চরম বাধ্যবাধকতা বা উপায়ন্তরহীন অবস্থা

২. এটা সেসব বাহ্যিক অবৈধ কাজের অর্ন্তভুক্ত, জবরদস্তির কারণে যাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। ফকীহগণ একে التصرف الحسي المرخص بالإكراه হিসেবে অভিহিত করেছেন (Al Zuḥailī ND, 6/4458।

কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ও উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যেতে পারে, যদি শিক্ষার্থী প্রচলিত বীমা করতে বাধ্য হন আর হালাল পদ্ধতিতে টাকা গ্রহণ করতে চান, হারাম থেকে দূরে থাকতে চান, তাহলে প্রচলিত বীমা কোম্পানি কর্তৃক দুই পদ্ধতিতে তিনি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন:

১. যতটুকু বীমা প্রিমিয়াম জমা দেওয়া হয়েছিল ততটুকুই দাবি করা। প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত দাবি না করা। অর্থাৎ বিষয়টা এভাবে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাৎসরিক যেই ৩৫০ টাকা প্রিমিয়াম জমা দেয়, বীমা বছরে অসুস্থ হলে সে তার প্রিমিয়াম পরিমাণ তথা ৩৫০ টাকাই বীমা দাবি করতে পারবে।

২. বীমা প্রিমিয়ামের অতিরিক্তও দাবি করতে পারবে। তবে শর্ত হলো প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত টাকাটা কোন বিনিময়ের আশা ছাড়াই চ্যারিটি ফান্ডে অর্থাৎ গরিব, মিসকিন বা পাবলিক ইউটিলিটিজে দান করে দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ,শিক্ষার্থীরা ৩৫০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে যে স্বাস্থ্যবীমা করে, বীমাবছরে যদি সে অসুস্থ হয় তাহলে ৩৫০ এর অধিক বীমা কোম্পানি থেকে টাকা নিতে পারবে। তবে তাকে প্রিমিয়ামের অতিরিক্তটা তথা ৩৫০ টাকার অতিরিক্ত যেটা পাবে সেটা দান করে দিতে হবে। কারণ সে টাকা সুদী কারবারের মাধ্যমে লাভ করা।

স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত

কোনো পলিসি সম্পর্কে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক ধারণা পাওয়ার জন্য পলিসি গ্রহীতাদের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পলিসি গ্রহীতাদের মতামতের ভিত্তিতেই পলিসির বিভিন্ন দিক উঠে আসে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পলিসি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়ার জন্য আমরা কয়েকটি প্রশ্ন সংবলিত একটি গুগল ফর্ম তৈরি করেছি। গুগল ফর্মের মাধ্যমে আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে তাদের মতামত নিয়েছি। গুগল ফর্মের সার্ভের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যবীমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক কিছু দিক উঠে এসেছে। প্রশাসন কর্তৃক প্রবর্তিত স্বাস্থ্যবীমা পলিসিতে তাদের উপলব্ধি সহ এর বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সার্ভেতে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রশ্নমালা
১	আপনি কি কখনো স্বাস্থ্যবীমা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন?
২	কতটাকা আবেদন করে কত পেয়েছিলেন?
৩	আবেদন করার কতদিন পর হাতে টাকা পেয়েছেন?
৪	টাকা উত্তোলন করতে হয়রানির স্বীকার হয়েছেন কি না?
৫	প্রিমিয়ামের এমাউন্ট বেশি হয়ে যায় কি না? কত টাকা বীমা প্রিমিয়াম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন
৬	স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে আপনার ইতিবাচক মন্তব্য লিখুন।
৭	স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে আপনার নেতিবাচক মন্তব্য লিখুন।

সারণি - ১: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

প্রথম প্রশ্নের জবাবে দেখা যায়, ৬৯% শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন নি। মাত্র ৩১% শিক্ষার্থী বীমা দাবি করেছেন।

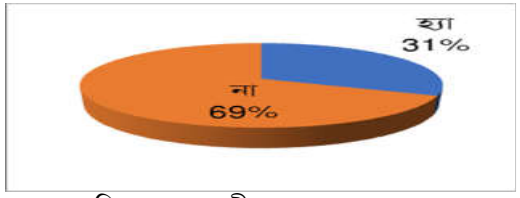

চিত্র-১ : স্বাস্থ্যবীমা আবেদনের হার

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দাবিকৃত বীমা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বীমার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে সারণী আকারে উপস্থাপন করা হলো।

বীমা দাবি করা হয়েছ	দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বীমা
20,000	5000
75,000	5000
1500	1200
3500	3391
7500	6200

সারণি-২ : প্রাপ্ত বীমার পরিমাণ

তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে দেখা যায়, আবেদনের পরে শিক্ষার্থীদের বীমার টাকা হাতে পেতে কমপক্ষে দুই থেকে তিন মাস লেগে যায়।

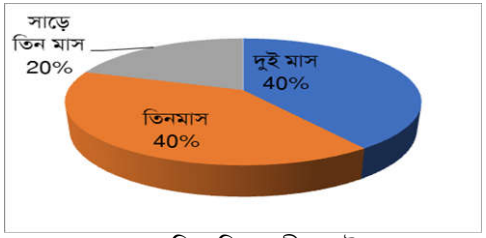

চিত্র-২ : আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বীমার টাকা পাওয়ার সময়

চতুর্থ প্রশ্নের আলোকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। অনেকেরই দাবি, বীমা কোম্পানির ক্লেইম পরিশোধ অনেক দীর্ঘমেয়াদি। তাদের এতো প্রসেসিং ও হয়রানির জন্য অনেকেই বীমা দাবি করেন না। দেখা যায়, বীমার টাকা যতো দাবি করা হয়, সেই তুলনায় হয়রানি হতে হয় অনেক বেশি।

পঞ্চম প্রশ্নের জবাবে দেখা যায়, বীমা কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত বীমা প্রিমিয়ামকে অনেকেই বেশি মনে করছেন। তাদের ভাবনা, বছর শেষে আমরা অনেকেই তো বীমা দাবি করছি না। তাহলে এতো টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে লাভ কী? তাদের মতে বীমা প্রিমিয়াম হওয়া উচিত ১০০-২০০ টাকা।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পলিসি যদি এমন হতো যে, শিক্ষার্থীরা বীমা দাবি করুক বা না করুক, বীমাবর্ষ শেষে সে তার প্রিমিয়ামের একটা নির্দিষ্ট অংশ ফেরত পাবে, তাহলে তারা বীমা প্রিমিয়াম বেশি দিতেও রাজি হতো।

জরিপের ষষ্ঠ প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু ইতিবাচক মন্তব্য উঠে এসেছে। যেমন:

- স্বাস্থ্যবীমা পলিসি প্রবর্তন করায় অনেক শিক্ষার্থী বড় বড় মেডিক্যাল খরচের কিছুটা হলেও বহন করতে পারে। বীমা চালু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা এই সুযোগটা পেতো না।
- যেসকল শিক্ষার্থীর আসলেই চিকিৎসা খরচ বহনে সমস্যা হয়, তাদের জন্য এটা ভালো উদ্যোগ।
- ভালো সিদ্ধান্ত, তবে প্রক্রিয়া আরো সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- কারও কারও মন্তব্য এমন যে: 'এটি অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু দিনশেষে আমি শুধু টাকা দিয়েই গেছি। একটা টাকাও বীমা কোম্পানি থেকে নিতে পারিনি'।
- কার কখন অসুখ হয় বলা মুশকিল। এক্ষেত্রে যার দরকার, তার একটা কাঠামোগত ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, এটা কল্যাণকর।

জরিপের সপ্তম প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু নেতিবাচক মন্তব্যও উঠে এসেছে। যেমন:

- অসুস্থ না হলে কোনো টাকা পাওয়ার সুযোগ নেই। ফলে এখান থেকে কোনো স্টুডেন্টই প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উচিত এমন একটি নিয়ম চালু করা যেনো, কোনো স্টুডেন্ট অসুস্থ না হলেও বছর শেষে কিছু টাকা ফেরত পেতে পারে।
- যেসকল শিক্ষার্থী সুবিধা ভোগ করবে না তাদের টাকা ফেরত দিতে হবে। না হলে এটা এক ধরনের শোষণের মতো হয়ে যায়।
- প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ ও জটিল। টাকা উত্তোলন করতে অনেক হয়রানির স্বীকার হতে হয় এবং আবেদনের জন্য বহু দৌড়ঝাঁপ করতে হয়।
- স্বাস্থ্যবীমা প্রিমিয়াম বেশি হয়ে যায়। তাছাড়া চিকিৎসা বাবদ যত টাকা খরচ হয় তত টাকা পাওয়া যায় না।

উপসংহার

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। তাদের পক্ষে অনেক সময় পড়াশুনার খরচ চালিয়ে চিকিৎসা ব্যয় বহন করা কষ্টকর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কোনো সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান থাকলে তা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপকার হয়। এদিক থেকে চিন্তা করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবীমা পলিসি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা পলিসিতে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী তাকাফুলের 'তাবাররু' মডেল প্রচলিত স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থার উত্তম বিকল্প হতে পারে। এর মাধ্যমে বীমা দাবি করা শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থী লাভবান হবেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাস্থ্যবীমা পলিসি নিয়ে শুধুমাত্র এই ছোট গবেষণা প্রবন্ধটি যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই প্রবন্ধটি অবদান রাখবে।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

Al Ba'albakī, Rūḥī. 1995. *Al Mawrid*. Bairūt: Dār Al 'Ilm Lil Malāiyyīn

Al Būrnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad. 1998. *Al Wajīz Fī Īḍāḥ Qawā'id Al Fiqh Al Kulliyyah*. Beirūt: Muassasah al Risālah.

Al Sālūs, 'Ālī Aḥmad. 2005. *Mawsū'ah Al Qaḍāyā Al Fiqhiyyah Al Mu'āṣarah*. Qatar: Dār Al Thaqāfah

Al Mulḥim, Sulaimān Ibn Aḥmad. 2008. *Al Qimār Ḥaqīqatuh Wa Aḥkāmuh.* Riyāḍ : Dār Kunūz Ishbīliyā

Al Zuḥailī, Wahbah Ibn Muṣṭafā. 2011. *Al Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuh*. Dimashq: Dār Al Fikr

Ibn Ḥanbal, Aḥmad. 1995. *Al Musnad*. Cairo: Dār Al Ḥadīth.

Ibn Nujaim, Zain Al Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. 1999. *Al Ashbāh Wa Al Naẓāir.* Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. 1966. *Radd Al Muḥtār 'Alā Al Durr Al Mukhtār.* Bairūt: Dār Al Fikr

Islam, Muhammad Khairul. 2014. ''Islami Bima: Ekti Porjalochona" *Islami Ain O Bichar* 10:40, 135-154

Misbah, Abu Taher. 1990. *Al Manar.* Dhaka: Muhammad Library

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Al Ḥajjāj Al Qushairī. ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Muḥammad Fuād 'Abd Al Bāqī. Bairūt: Dār Al Iḥyā Al Turāth Al 'Arabī

Rahman, M. Fazlur. 2015. *Al Mu'jam Al Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashani

Shari'ah Standards (AAOIFI). 2023. Dhaka: Central Shariah Board For Islamic Banks Of Bangladesh